দৈনিক বাংলা

138

তারিখ .. 2/2/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

নানা কায়দায় প্রাইমারী শিক্ষা পর্ব চলছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

মহানগরীর সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর চেহারা এক এক শিক্ষাভবনে এক এক রকম। কোথাও ক্লাস চলছে একেবারে বিদেশী কায়দায়। সেসব স্কুলে দুই বছর লাগে কেবল নার্সারী ও কেজি ক্লাসের সিঁড়ি টপকাতেই, তারপর শুরু হয় প্রথম শ্রেণীর পড়া। কোথাওবা বিদেশী কায়দায় শুধু নার্সারী ক্লাস চালু রেখেও পরবর্তী ক্লাসগুলোতে সাদামাটা দেশী পদ্ধতিতেই পড়াশুনা চলে। কোথাও স্কুল চলছে একেবারে শিশুশ্রেণী থেকে দশম ক্লাস পর্যন্ত। কোথাও বা প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর জন্য পৃথক সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কোথাও তৃতীয় শ্রেণী থেকে ক্লাস চলছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। কোন কোন স্কুলে আবার নার্সারী কেজি ক্লাস থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু রেখেও আবার দেশী কায়দায় প্রাথমিক শ্রেণীও খোলা হয়েছে।

পড়াশুনার ধারাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যেসব স্কুলে পড়াশুনা চালু রয়েছে, সেখানের অবস্থা, পরিবেশ, শিক্ষাপদ্ধতি সাধারণ স্কুলসমূহের প্রাইমারী সেকশন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ঐ সব স্কুলে কিছুটা শিশুদের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পড়াশুনা শেখানো হয়। শিক্ষার মান স্বাভাবতই সেখানে কিছুটা উন্নত।

বেসরকারী বেশ কিছু স্কুলে গতবছর থেকে শিশুশ্রেণী খোলা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর পাশাপাশি শিশুশ্রেণীতে অক্ষর শেখানো হয়। শেখানো হয় সুর করে নামতা পড়া, গণনা শেখানো। এসব স্কুলের প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বেশ মোটা অংকের বেতন দিতে হয়। এ বছর এসব স্কুলে ছাত্রবেতন আরবা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নগরীতে আরেক ধরনের স্কুল আছে, যেখানে প্রাথমিক ক্লাসসমূহ চালু করা হয়েছে শুধুমাত্র স্কুলের আয় বাড়ানোর জন্য। ভালো মন্দ বিচার না করে সেখানে অবাধে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্র ভর্তি চলছে বছরের যেকোন সময়। এসব স্কুলে তাই ছাত্র অনেক থাকলেও পড়াশুনার পরিবেশ অনুপস্থিত।

ঐসব স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলো সম্পর্কে খোঁজ করেছি। আমার দেখা মোট ৩০টি স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে আমি মোটামুটি তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছি। বেশীর ভাগ স্কুলেই শিক্ষার পরিবেশ চোখে পড়েনি। ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও নেই শিক্ষার্থীসুলভ কৌতূহল। পড়ুয়া জীবনের আনন্দ। কারণ খুঁজতে গিয়ে জেনেছি অনেক না বলা তথ্য। জেনেছি অনেক গোজামিল আর জটিলতার খবর। ঐসব ক্লাসের অসহায় শিক্ষকদের অনেক যন্ত্রণা, হতাশা আর ক্লান্তির কথাও জানতে পেরেছি।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী, উদয়ন, অগ্রণী, ভিখারুন্নেসা, শাহীন সেন্ট-জোসেফ, হলিক্রসসহ কয়েকটি স্কুলের প্রাথমিক পর্যায়েই ছাত্রছাত্রীর ভিড় বেশী। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে ক্লাসগুলোতে। ফলে ছাত্রবেতন বেশী থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকদের দৃষ্টি এসব স্কুলের দিকেই বেশী নিবদ্ধ। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষায় এসব স্কুলের ওপরেই বেশী চাপ পড়ে। এবং প্রতিবছরই কিছু না কিছু বাড়তি ছাত্র ভর্তি করতে হয়। অনেকটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়েই স্কুলগুলো চলছে। বোর্ডের বাইরের পাশাপাশি প্রাইমারী ক্লাসগুলোতে পড়ানো হচ্ছে স্কুলের নিজস্ব পদ্ধতিগত বইপুস্তক। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় এক শ্রেণীর ছাত্রদের জীবনধারা সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠলেও দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে এর কোন মিল নেই। এসব স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত।

আরও এক ধরনের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে। সেখানে বিদেশী পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও উন্নততর শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার দাবী তুলে ভর্তি বাড়ানো হয়েছে। ঐসব স্কুলের ছাত্রদের বেতন বিদেশী কায়দায় পরিচালিত স্কুলের ছাত্র বেতনের প্রায় সমান। এবং হাইস্কুল বা জুনিয়ার স্কুল হিসেবে চিহ্নিত হলেও ওগুলোতে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। শহরে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। নগরীতে কিছু স্কুল আছে। ছাত্রসংখ্যা সেখানে নিতান্তই কম। বেতনও প্রতিমাসে ঠিকমতো আদায় হয় না। ফলে শিক্ষকদের বেতনও সেখানে নিয়মিত পরিশোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সব স্কুলেও এখন প্রাথমিক শ্রেণী খুলে এবং বেতন বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নগরীর শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সে সব স্কুলেও নেই।

সব কিছু সত্ত্বেও স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তি চলছে। প্রতিবছরই বেড়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। নগরীর যে ৩০টি স্কুল আমি ঘুরেছি সেগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রসংখ্যা গতবছর ছিল বিশ হাজারের মত, এ বছর আরো বেড়েছে। অনেক স্কুলের প্রাইমারী ক্লাসগুলোতে ছাত্রবেতন বাড়ানো হয়েছে। নতুন করে খোলা হয়েছে নার্সারী ও কেজি ক্লাস। আর এভাবেই প্রাইমারী পর্যায়ে ভাগ হয়ে গেছে শিক্ষাব্যবস্থা।